এক দিনেই ফিরে পেতে পারেন সেই উজ্জ্বল ও কমনীয় ত্বক

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়ি মোটা হয় আর মানুষের ত্বক হয়ে উঠে রুক্ষ, শুষ্ক, বলীরেখাময়। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মধ্যবয়সেও বলীরেখা, দাগছোপ বা পুরান ব্রনর ক্ষতর মতো সময়ের ছাপকে দুর করে আপনি আবার হয়ে উঠতে পারেন উজ্জ্বল, কমনীয়, সুন্দর। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন সিনিয়ার প্লাস্টিক, কসমেটিক ও রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জন **ডা. অনির্বাণ ঘোষ**।

DR. ANIRBAN GHOSH
MBBS (Gold Medalist), MS (General Surgery), MRCS (England), MCh (Plastic & Reconstructive Surgery)

প্রশ্ন: বয়স বাড়লে বলীরেখা পড়ে কেন?

ডা. ঘোষ: প্রত্যেক প্রাণীর জীবনচক্র তার জিনের মানচিত্র ও গড় আয়ু অনুসারে নির্দিষ্ট। সে হিসেবেই কচ্ছপ দুশ বছর বাঁচলে সাধারণ নীরোগ মানুষ এখন আশি থেকে একশ বছর বাঁচে। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মেই শরীর তথা শরীরের কোষগুলি শৈশব থেকে গড়তে শুরু করে যৌবনে পূর্নতা প্রাপ্ত হয়ে শেষে ভাঙ্গতে শুরু করে। মধ্য বয়সে সেই ভাঙ্গনের আরম্ভ। এর প্রথম প্রভাব পড়ে ত্বকের উপরে। তাই আমরা মধ্য পঁয়ত্রিশের যুবক আর পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ়ের পার্থক্য বুঝতে পারি। সে হিসাবে ত্বককে জীবনের আয়না বলা যেতে পারে। তবে শুধু জিনগত প্রভাব নয় পরিবেশগত কারনেও ত্বকের উপরে বয়সের ছাপ পড়ে।

প্রশ্ন: পরিবেশগত কারনটা কি?

ডা. ঘোষ: প্রথম ও প্রধান কারন অবশ্যই সূর্যালোক। সূর্যালোকের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি কোষের মেলানিনের সঙ্গে এক জটিল ফোটো রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় ত্বকে কাল ছোপ তৈরি করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে ওঠে। এই প্রভাব সব থেকে বেশি পড়ে মুখ,ঘাড় হাত, পায়ের মতো শরীরের উন্মুক্ত অংশে। তাই শরীরের অন্য অংশের থেকে অনেক বেশি কাল হয়ে যায়। এছাড়া পরিবেশ দূষণ এবং ধূমপানের কারণেও ত্বক একটা বয়সে শুষ্ক বলীরেখাময় হয়ে উঠতে পারে। আবার হরমোনের তারতম্যের কারণেও বয়স্ক মহিলাদের ত্বকে মেচেতার মতো দাগ হতে পারে।

প্রশ্ন: কিন্তু ঘড়ির কাঁটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে এইসব রিংকল বা বলীরেখা ও রুক্ষতা দূর করে ত্বককে আবার উজ্জ্বল ও কমনীয় করা সম্ভব?

ডা. ঘোষ: অবশ্যই সম্ভব। কেমিকেল পিলিং, লেসার ট্রিটমেন্ট, ফেস লিফটিং বা বোটক্স ট্রিটমেন্টের মতো কসমেটিক ট্রিটমেন্টের সাহায্যে দাগ ছোপ বলীরেখা দূর করে আবার আপনি সুন্দর উজ্জ্বল ও কমনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হতে পারেন।

এসবের মধ্যে কেমিকেল পিলিং তুলনামূলকভাবে সহজ একটি প্রসিডিওর। এই প্রসিডিওরে চিকিৎসক বিশেষ কয়েকটি ওষুধের সাহায্যে ত্বকের কালো দাগ, রিংকল প্রভৃতি দুর করেন। তবে এটি বিউটি ট্রিটমেন্ট নয় মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট, চিকিৎসকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপরেই এর সাফল্য নির্ভর করে। বাড়িতে নিজে বা বিউটি পার্লারে এই ওষুধগুলি ব্যবহার করলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

লেসার ট্রিটমেন্টে একই চিকিৎসা লেসার রশ্মির সাহায্যে করা হয়। এক্ষেত্রে উন্নত আর পি এম জ্যাক লেসার ব্যবহার করা হয়। কার কয়েটি সিটিং লাগবে ব্যাক্তি বিশেষের উপরেই নির্ভর করে। চিকিৎসা শেষে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল ও সুন্দর। কেমিকেল পিলিং ও লেসার থেরাপি একসঙ্গে করলে দ্রুত ভালো ফল পাওয়া যায়। আবার ফেস লিফটিং-এ মুখের শিথিল কোঁচকানো ত্বককে টানটান করে পুরান রুপে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন: আর বোটক্স ট্রিটমেন্ট কীভাবে কাজ করে?

ডা. ঘোষ: বোটক্স ট্রিটমেন্টে সবথেকে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। এই ট্রিটমেন্টে মুখের বিভিন্ন পয়েন্টে পেনলেস বোটক্স ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার পুরান রূপ ফিরে আসে। মুখ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল কমণীয় ও সুন্দর।

relation001@gmail.com

হেল্পলাইন
98304 19625 / 62898 67522
anirban20@gmail.com